৪১ বছর পরঃ স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা

প্রেক্ষাপটঃ পাকিস্তান সৃষ্টির মাত্র পাচ বছরের কম সময়ের মধ্যে, ২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৫২ সালের শহীদের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে একই সাথে আমাদের গনতান্ত্রিক অধিকার ও বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের সুচনা। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের নিব্বাচনে জয়লাভ ও ১৯৬৭ সালের ৭ ই জুন ছয় দফার দাবিতে মনু মিয়া সহ অনেক শহীদের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে বাঙ্গালির স্বাধিকার বা গনতান্ত্রিক চেতনা'কে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষের দিকে ধাবিত করে।

১৯৬৯ এর গনুঅভূথ্যানের মধ্য দিয়ে বাঙ্গালীর জাতীয়তাবাদ ও গনতন্ত্রের আন্দোলন সারাদেশে ছড়িয়ে পরে এবং সারা দেশে শ্লোগান উঠে, "তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা, মেঘনা, যমুনা"। বাঙ্গালী ভোটের মাধ্যমে তার গনতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের চেষ্টা করে। ১৯৭০ সালের নিব্বাচনের বিজয়ের মধ্যদিয়ে এই গনতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের আন্দোলন একটি বৈধ ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যায় এবং বাঙ্গালীর গনতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের অধিকারের দাবীকে রাজনৈতিক ও আইনগত বৈধতা প্রদান করে।

২৫ র্মাচ, ১৯৭১ সালে পাকিস্তানীরা বাঙ্গালীর গনতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের অধিকারের দাবীকে আস্বীকার করে, সামরিকভাবে এই আন্দোলন'কে দমনের উদ্দেশ্যে শুরু করে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ। শুরু হয় আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ আর স্বাধিকারের আন্দোলন পরিবর্তিত হয়, স্বাধীনতা যুদ্ধে।

১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ দেশ স্বাধীন হয়, আর তার পর জাতীয় সংবিধানে ঘোষিত হয় আমাদের দেশের চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতি, **গনতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, র্ধমনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র**(!)। **স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতানা বলতে সাধারনভাবে এই চারনীতি'কেই বুঝানো হয়।**

মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের মধ্য দিয়ে আমাদের র্দীঘ দিনের দাবী, গনতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ এর লক্ষ্য প্রতিষ্ঠিত হলেও, আমাদের নেতৃত্বের সংর্কীন মানসিকতা ও অদূরদর্শিতার কারনে অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই, এই আমাদের কষ্টার্জিত দুই প্রধান মূলনীতি' **গনতন্ত্র,** বিপন্ন **এবং জাতীয়তাবাদ'** বিতর্কিত হয়ে পড়ে।

গনতন্ত্রঃ দেশের প্রধান দুই দলের মধ্যেই এই ব্যাপারে অপূর্ব মিল লক্ষ্য করা যায়; **প্রধান দুই দলই " দেশে গনতন্ত্র চায়, কিন্তু দলে গনতন্ত্র চায় না"। দুই দলই যখন বিরোধী দলে থাকে, তখন গনতন্ত্রের জন্য জীবন দিয়ে দেয়, আর ক্ষমতায় গেলে গনতন্ত্রের প্রতি নূন্যতম সম্মান প্রর্দশন করে না।**

দেশে যখন সামরিক শাসন আসে, তখন দেশের জনগন গনতন্ত্রের জন্য বার বার জীবন দেয়। আর যখন গনতন্ত্র ফিরে আসে, তখন জনগন নিজেকে প্রশ্ন করে, আমরা কি এই গনতন্ত্রের জন্য আন্দোলন করেছিলাম? তাই আমাদের দেশে গনতন্ত্র এখনো প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেওয়া থেকে অনেক দূরে, নড়বড়ে অবস্থায় যেমন তেমনভাবে টিকে আছে।

জাতীয়তাবাদঃ ৭৫ এর পরে, বাংগালী জাতীয়তাবাদ এর সমান্তরাল বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ নামে অন্য এক ধারার প্রর্বতন হয়। দেশের জনগোষ্ঠির এক বিরাট অংশ এই বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ'এর সর্মথক। আমরা বাঙ্গালী না বাংলাদেশী, তা নিয়ে অনেক র্তক করা গেলেও, ব্যাক্তির র্অথনৈতিক, সামাজিক জীবনে এই মূল নীতির প্রভাব তূলনামূলকভাবে সবচেয়ে নূন্যতম।

অবস্থান ও সময়ের সাথে সাথে যে মানুষের জাতীয় পরিচয় যে বদলে যেতে পারে তার কিছু উদাহরন তুলে ধরব। আমরা দেখতে পাই শরৎচন্দ্রের বইয়ে, "বাঙ্গালী ও মুসলমান ছেলেদের ফুটবল খেলার পর মারামারি'র কথা"। এখানে শরৎচন্দ্র, **বাঙ্গালী বলতে 'হিন্দু"** ছেলেদের'কে বুঝিয়েছেন তা বলাই বাহুল্য।

আমার নটরডেম কলেজের বন্ধু এন্ধনী, পুরানো ঢাকার লক্ষীবাজার এলাকা বাসিন্দা ছিল। কথা প্রসঙ্গে , একদিন বলেছিল, আমাদের এলাকায় ২০% খৃষ্টান আর বাকী সব বাংগালী! বন্ধু এন্থনী, এখানে **বাঙ্গালী বলতে হিন্দু ও মুসলমান'**কেই বুঝিয়েছে। বয়স্ক সিলেট জেলার অনেক অধিবাসীরাই, **অন্য জেলার অধিবাসীদের 'বেঙ্গলী'** বলে সম্বোধন করে থাকেন।

'এশিয়ান' বলতে ইংল্যান্ডে, উপমহাদেশের জনগোষ্ঠী'কেই বুঝানো হলেও, অন্যদিকে আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ায়, 'এশিয়ান' বলতে চাইনীজ জনগোষ্ঠী'কে বুঝানো হয়! থাই, ভিয়েতনামিজ, মালায়েশীয়ান' চাইনীজ'রা বিদেশে থাই, ভিয়েতনামিজ বা মালায়েশিয়ান, বলে পরিচিত; কিন্তু নিজ নিজ দেশে সবাই চাইনীজ!!

একইভাবে পাকিস্তান আমলে আমরা সবাই ছিলাম পুর্ব পাকিস্তানের অধিবাসী বাংগালী, কারন আমরা পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসী; পাঞ্জাবী, সিন্ধী বা বেলুচ থেকে স্বতন্ত্র জ্বাতিসত্ত্বা। **আমরা বিদেশে পাকিস্তানী, কিন্তু দেশে** বাংগালী বলেই পরিচিত ছিলাম**!**

স্বাধীনতার পর পরিস্থীতি বদলে যায়। আমাদের দেশের চাকমা, মারমা বা অন্য ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী'র অবস্থান আর এই বাঙ্গালীর সংজ্ঞার আওতার মধ্যে পড়ে না। সংখ্যায় ১% এর চেয়ে কম হলেও, চাকমা, মারমা জনগোষ্ঠী' দেশে ভৌগলিক ১০% অঞ্চলের (পাব্বত্য চট্টগ্রাম) প্রধান অধিবাসী। আমদের উগ্র বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ'ই পাব্বত্য চট্টগ্রাম'এ অসন্তোষ এর প্রধান কারন।

বাংলাদেশে জন্মগ্রহনকারী, ভারতীয় বাংলাভাষী লেখক, সুনীল গঙ্গপাধ্যায়'এর ভাষায়, "বিদেশে বাংগালী মানেই, ওপার বাংলার (বাংলাদেশের) ডানপিটে বাংগালী'! আসলেই তাই, নিউ ইর্য়ক, টরন্টো, সিডনী, লন্ডন, ব্যাংকক আর সিঙ্গাপুরের বাংগালী (আর বাংলা দোকান) মানেই, বাংলাদেশের বাংগালী!

এখন সরকারিভাবে বা পাসপোর্টে আমাদের জাতীয়তা 'বাংলাদেশী'। এই পরির্বতনের ফলে আমাদের মান সম্মান একটু বাড়ে বা কমে নাই। আমি মনে করি, আমি, বাংলাদেশি বাঙ্গালী। আমরা নিজেদের বাংগালী না বাংলাদেশী বলে পরিচয় দেই, তার চেয়ে অনেক গুরুত্বর্পূন হচ্ছে, বিশ্বে আমাদের বাংলাদেশের র্আথনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান। আমদের দেশের র্আথনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান'এর সামগ্রিক উন্নতি হলে, বিশ্বে আমাদের ব্যাক্তিগত অবস্থার'ও উন্নতি হবে।

সমাজতন্ত্রঃ আমার এই প্রেক্ষাপট র্বনানা করার মূল উদ্দেশ্য, পাঠকের সামনে তুলে ধারা যে সমাজতন্ত্রের কথা কখনই আমদের গনতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের আন্দোলনের সময় (৫২, ৫৪, ৬৯ এবং ৭১ এ) বলা হয় নাই! সোভিয়েট ইউনিয়ন'এর পতন এর ফলে সমাজতন্ত্র এখন অনেকটা ইতিহাসের অংশ হয়ে গ্যাছে। তাই সংবিধানে সমাজতন্ত্র আছে বা নাই, তা নিয়ে কথা বলাও সময়ের অপচয়। মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদান কারী প্রধান দল, আওয়ামী লিগ এখন আর সমাজতন্ত্রের নাম, মুখেও নেয় না বাস্তব সঙ্গত কারনেই।

র্ধমনিরপেক্ষতাঃ আমাদের এই মূলনীতি'টি সবচেয়ে স্র্পশকাতর। আগামী সংখ্যায় এই নিয়ে বিশদ আলোচনা হবে।(চলবে)

নাজমুল আহসান শেখ, ১১ র্মাচ সিডনী, victory1971@gmail.com